যুগান্তর

- 2 JAN 2017
২০ ৪

# চরফ্যাশনে স্কুল উন্নয়নের কোটি টাকা লুটপাট

**শিপু ফরাজী,** *চরফ্যাশন (ভোলা) থেকে*

চরফ্যাশনে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১৯৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়ন খাতে ক্ষুদ্র মেরামত, স্লিপ, শ্রেণী সজ্জিতকরণ এবং মেন্টেনেন্স প্রকল্পের আওতায় বরাদ্দকৃত কোটি টাকার বেশি লোপাট করা হয়েছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং এসএমসির সভাপতিরা যোগসাজশে এ অর্থ লুটপাট করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। বিপুল পরিমাণ অর্থ লোপাটের ঘটনায় বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং অভিভাবকদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে, যা বিদ্যালয়ের শিক্ষা ও সহবস্থানের স্বাভাবিক পরিবেশ বিনষ্ট করেছে বলে জানা গেছে। গত অর্থবছরের বরাদ্দকৃত এ অর্থ কেলেংকারির মধ্যে সম্প্রতি ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের জন্য আরও ১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এর মধ্যে স্লিপের ৪০ হাজার টাকা করে ২০০টি বিদ্যালয়, ক্ষুদ্র মেরামতের ১ লাখ টাকা করে ১০টি বিদ্যালয়ে এবং শ্রেণী সজ্জিতকরণের ৫ হাজার টাকা করে ২০০টি বিদ্যালয়ে বরাদ্দ করা হয়েছে। অতীতের অন্যান্য বছরের তুলনায় আগে ভাগে বরাদ্দ পাওয়া এ টাকাও লুটপাটের জন্য দুর্নীতিবাজ প্রধান শিক্ষকরা মরিয়া হয়ে উঠেছেন বলে অভাস পাওয়া গেছে।

জানা গেছে, ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে স্লিপ, ক্ষুদ্র মেরামত, রুটিন মেন্টেনেন্স, শ্রেণীকক্ষ সজ্জিতকরণে কোটি টাকার বেশি বরাদ্দ দেয়া হয়। এগুলোর মধ্যে ৩৬টি বিদ্যালয়ে ক্ষুদ্র মেরামতের জন্য এক লাখ টাকা করে এবং ১৯৮টি বিদ্যালয়ে স্লিপের ৪০ হাজার টাকা করে বরাদ্দ দেয়া হয়। পাশাপাশি ২০৯টি বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটিতে ৫ হাজার টাকা করে রুটিন মেন্টেনেন্স এবং ৫ হাজার টাকা করে শ্রেণীকক্ষ সজ্জিতকরণের জন্য অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়। চলতি বছরের জুন ও জুলাই মাসে চরফ্যাশন উপজেলা শিক্ষা অফিস থেকে এসব অর্থ ছাড় করা হয়। অভিযোগ আছে, বেশির ভাগ বিদ্যালয় ছাড়কৃত অর্থের বিপরীতে ভুয়া বিল-ভাউচার দাখিল করে সমুদয় অর্থ আত্মসাৎ করেছে। উপজেলা শিক্ষা অফিসের কর্মকর্তাদের দুর্বল তদারকির সুযোগ নিয়ে বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির সঙ্গে আঁতাত করে অধিকাংশ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা কোনো কাজ না করেই টাকাগুলো আত্মসাৎ করেছেন। সম্প্রতি আসলামপুর ইউনিয়নের আয়েশাবাগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নুরাবাদ ইউনিয়নের পশ্চিম ফরিদাবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং নজরুল নগর ইউনিয়নের দক্ষিণ কলমী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ বেশ কিছু বিদ্যালয় পরিদর্শন করে দেখা গেছে, প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে ক্ষুদ্র মেরামতের ১ লাখ টাকা, স্লিপের ৪০ হাজার টাকা, রুটিন মেন্টেনেন্সের ৫ হাজার টাকা এবং শ্রেণী সজ্জিতকরণের ৫ হাজার টাকা বরাদ্দ পেলেও এসব বিদ্যালয়ে দুই টাকার কাজও হয়নি।

গুরুতর অভিযোগ হচ্ছে— নীলকমল ইউনিয়নের চরযমুনা নাদের আলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একই অর্থবছরে বিধিবহির্ভূত ক্ষুদ্র মেরামতের দুটি বরাদ্দ (দুই লাখ টাকা) পেয়েও কোনো কাজ না করে কিংবা অতিরিক্ত বরাদ্দ ফেরত না দিয়ে সমুদয় টাকা আত্মসাৎ করেছে। সরেজমিন বিদ্যালয়গুলো পরিদর্শনকালে আয়েশাবাগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সলিমুল্লাহ, পশ্চিম ফরিদাবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রফিক উল্লাহ এবং চর যমুনা নাদের আলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবদুল আজিজকে অভিযোগ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে তারা অর্থ লোপাটের অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছেন, নিয়ম অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন করে বিল ভাউচার দাখিল করা হয়েছে, যা শিক্ষা অফিসের কর্মকর্তারা জানেন। যদিও বিদ্যালয়ে সরেজমিন সম্পাদিত কোনো কাজের চিহ্ন তারা দেখাতে পারেননি। পরিদর্শনকালে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকদের উপস্থিতিতে পশ্চিম ফরিদাবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী-অভিভাবক প্রধান শিক্ষকের দাবি প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন, ক্ষুদ্র মেরামত এবং স্লিপের দেড় লাখ টাকা কাজের জন্য দুই ব্যাগ সিমেন্ট ক্রয় করে আনার পর বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রফিক উল্লাহ সিমেন্টের ব্যাগ দুটি নিজের বাড়িতে নিয়ে গেছেন।

উপজেলা শিক্ষা অফিসার মো. আবদুস সালাম বলেন, ৮ নভেম্বর অনুষ্ঠিত প্রধান শিক্ষকদের মাসিক সভায় গত অর্থবছরে আর্থিক কেলেংকারি নিয়ে কথা বলেছি এবং আগামী ৩১ জানুয়ারির মধ্যে গত অর্থবছরের বরাদ্দের কাজের পাশাপাশি চলতি বরাদ্দের কাজ সঠিকভাবে শেষ করার জন্য প্রধান শিক্ষকদের নির্দেশ দিয়েছি, প্রত্যেক বিদ্যালয়ের কাজ সরেজমিন তদন্ত করা হবে। কোনো ব্যতিক্রম ধরা পরলে অর্থ ফেরত দিতে হবে বলে সব প্রধান শিক্ষককে সতর্ক করে দিয়েছি।